তারিখ 23 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সংবাদ

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নজরদারিতে আনা হচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নজরদারির আওতায় আনার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে একটি আইন করার কাজ চলছে। প্রয়োজনে শিক্ষা আইনের কোন ধারায়ও এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

গতকাল সচিবালয়ে মিডিয়া সেন্টারে 'বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামে'র উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নিয়ে এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা আমরা অনেক আগে থেকে উপলব্ধি করছি। কারণ এখন সরকার থেকে বেতন যায়। কোন স্কুলের আয় বেশি, কোন স্কুলের আয় কম। সেই আয় যথাযথভাবে কাজে লাগে কি লাগে না, তা বের করা বেশ কঠিন কাজ। এ বিষয়টি দেখতে ৩৪ জন জনবলের ডিআইএ কাজ করলেও দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই ৩৭ হাজার। ফলে একবার মনিটরিং শেষ করতেই ১০-২০ বছর লেগে যাওয়ার কথা। এজন্য আমরা একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ওই তথ্যগুলো আনার চেষ্টা করছি। এজন্য আইনও তৈরি করছি।'

'বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামে'র সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সংলাপে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শ্যামল সরকার।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'এ বিষয়গুলোর হিসেবে নিয়ে আমরা দেখব, ওই অর্থের যেন অপচয় না হয়, বেআইনি পথে কেউ যেন তা ব্যয় করতে না পারে। আমরা আশা করি, এক মাসের মধ্যেই আইন সংসদে নিয়ে আসব। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে একটি নীতিমালাও ঠিক করে দেয়া হবে।' সরকারি

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠানের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও জুলাই থেকে নতুন কাঠামোতে বেতন পাবেন জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'গত জুলাই থেকে এটা কার্যকর হবে। যেহেতু টাকাটা পরে দেয়া হবে, তাই তারা একসঙ্গে এরিয়ার হিসেবে অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। এটা এখন পাচ্ছেন না, এতে ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা একসঙ্গে অনেক টাকা পেলে তারা খুশিই হবেন।' এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'টাইম স্কেলের মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার যে সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিএস শিক্ষকরা পেতেন- নতুন বেতন কাঠামো হওয়ার পর তা কীভাবে দেয়া যায়, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে কাজ চলছে, অনেকগুলো বিকল্প প্রস্তাব এসেছে।' অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে প্রথম থেকেই এসব বিষয়ে তার কথা হয়েছে। শিক্ষকরা তাকে বলেছেন, টাইম স্কেল উঠে গেলে তারা বঞ্চিত হবেন, কারণ এর মাধ্যমেই তারা উচ্চতর স্তরে যেতে পারতেন। বেতন বৈষম্য দূরীকরণ কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে। বিসিএস শিক্ষকদের ব্যাপারেও তাই।